আজকের কাগজ

তারিখ ... 24 JAN 1994 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

58

## ছাত্র রাজনীতি' প্রসঙ্গে

সম্প্রতি "ছাত্রলীগের" ৪৬তম 'প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী' উপলক্ষে আয়োজিত এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা পরীক্ষা'র আগের তিনমাস ছাত্রলীগ-কর্মীদের 'ছাত্র রাজনীতি' বন্ধ রাখার

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং পাশাপাশি পরীক্ষা শেষে প্রতিজন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রামে গিয়ে অন্তত ৫ জন নিরক্ষর গ্রামবাসীকে সাক্ষর করার নির্দেশও দিয়েছেন এবং আরো বলেছেন ছাত্রলীগের যে কর্মী নিরক্ষরতা দূরীকরণে যত বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারবে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন তাঁর এ ঘোষণার প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে আগামী ১০ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে। আজ জাতির কাছে নিরক্ষরতাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও সেশন জট একটি জাতীয় মহামারীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর এই ঘোষণা যদি শুধু ঘোষণা না হয় সত্যি সত্যি কর্মী ও ছাত্রদের ভিতর বাস্তব কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি করে তবে সত্য বিরোধী দলের রাজনীতিকে জনগণের প্রশংসায় এক নতুন মাত্রা যোগ করাবে। আর যদি শুধু ঘোষণাই থেকে যায় তবে সরকারি দলের মত শুধু রজনৈতিক ফায়দাই লুটা হবে। আমাদের দেশে বিরোধী রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের ধারণা এরা নিজেরা উন্নয়ন না করে শধু সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমালোচনায়ই ব্যস্ত থাকে। মাননীয়া শেখ হাসিনার এ ঘোষণাতে তাঁর দলের সুন্দর মহৎ দিকটি ফুটে উঠেছে। এ আশাবাদ পুরো জাতির জন্যে অনেক আশার ও সুখের অশ্রুবিন্দু! শেখ হাসিনার এ ঘোষণা প্রতিটি কর্মী ও সকল দলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করুক সে আশায় জাতি তাকিয়ে আছে।

*ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী*
*সিডিপ্যাথ ও হাসপাতাল, কুমিল্লা।*